গোধূলি লগ্ন

"আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগনরে।
বিবাহের রঙে রাঙা হ'য়ে আসে
সোনার গগন রে।
শেষ করে' দিল পাখী গান-গাওয়া,
নদীর উপরে পড়ে' এল হাওয়া,
ও পারের তীর ভাঙা মন্দির
আঁধারে মগনরে।
আসিছে মধুর ঝিল্লি-নূপুরে
গোধূলি লগন রে।

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়,
কখনো কত কি কাজে।
এখন কি শুনি পূরবীর সুরে
কোন্ দূরে বাঁশি বাজে।

বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নব-মিলনের সাজে ?
সারা হ'ল কাজ মিছে কেন আজ
ডাক মোরে আর কাজে ?

এখন নিরিবিলি ঘরে সাজাতে হবে রে
বাসক-শয়ন যে।
ফুলশেজ লাগি রজনীগন্ধা
হয়নি চয়ন যে।
সারা যামিনীর দীপ সযতনে
জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে,
যূথীদল আনি গুণ্ঠন খানি
করিব বয়ন যে।
সাজাতে হবেরে নিবিড় রাতের
বাসক-শয়ন যে।

প্রাতে এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে
চলে' গেছে তা'রা সব।
রাখালের গান হ'ল অবসান,
না শুনি ধেনুর রব।

গোধূলি লগ্ন

এই পথ দিয়ে প্রভাতে দুপুরে
যারা এল আর যারা গেল দূরে
কে তা'রা জানিত আমার নিভৃত
সন্ধ্যার উৎসব ।
কেনাবেচা যারা করে' গেল সারা
চলে' গেল তা'রা সব ।

আমি জানি যে আমার হ'য়ে গেছে গণা
গোধূলি-লগন রে ।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন
অস্ত-গগনরে—
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কি মন্ত্রে গানে
করিবে মগনরে—
সব গান সেরে আসিবে যখন
গোধূলি লগন রে ।